

❏ রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালাহীন)

হাদিস নম্বরঃ ১৭৬৫ [আন্তর্জাতিক নম্বরঃ ১৭৫৬]

১৭/ নিষিদ্ধ বিষয়াবলী (كتاب الأمور المنهي عنها)

পরিচ্ছেদঃ ৩৪১ : বিনা ওযরে নামাযে এদিক-ওদিক তাকানো মাকরুহ

(341) بَابُ كَرَاهَةِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ لِغَيْرِ عُدْرٍ

আরবী

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكَ وَالْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ، فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيضَةِ

বাংলা

২/১৭৬৫। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: সালাতরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকিও না। কেননা নামাযের ভিতর এদিক-সেদিক দৃষ্টিপাত একটি বিপর্যয়। যদি ডানে-বামে তাকানো ছাড়া কোন উপায় না থাকে তবে তা নফল সালাতে কর, কিন্তু ফরয সালাতে তা করা যাবে না। [1]

English

(341) Chapter: Undesirability of Glancing in one Direction of the other during Prayer

Anas (May Allah be pleased with him) said:

The Messenger of Allah (ﷺ) said to me, "Beware of looking around in Salat (prayer), because random looks in Salat are a cause of destruction. If there should be no help from it, it is permissible in the voluntary and not in obligatory Salat."

[At-Tirmidhi].

Commentary: In the chain of transmitters [i.e., Sanad] of this Hadith, we find `Ali bin Zaid bin Jad`an who is known to be Da`if (i.e., weak). If this narration is not reliable, then seeing here and there even in voluntary Salat is not permissible. However, if at all looking is inevitable, one can slightly turn his face because if one turns the whole body, his Salat would become invalid as

he would not be facing the Qiblah which is essential for Salat.

ফুটনোট

[1] আমি [আলবানী] বলছিঃ আসলে এরূপই আর সম্ভবত তিরমিযীর কোন কোন ছাপাতে এরূপই এসেছে। কিন্তু বৃলাক ছাপায় [১/১১৬) হাদীসুন হাসানুন বলা হয়েছে আর তার টীকাতে [বাদাল ছাপায়) হাসান গারীব উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি বলুনঃ অর্থাৎ দুর্বল আর হাদীসটির সনদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটিই বেশী উপযোগী। কারণ এর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে এবং সনদে বিচ্ছিন্নতাও রয়েছে। আমি “মিশকাত” গ্রন্থের টীকা [১৭২, ৪৬৫, ৯৯৭) এবং “আত্তারগীব” গ্রন্থে [১/১৯১) তা বর্ণনা করেছি।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন □ বর্ণনাকারীঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=32488>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন